RAMAKRISHNA VIVEKANANDA MISSION
MODEL ANSWER FOR ANNUAL EXAM 2020
SUB : - HISTORY
CLASS : - VIII

FULL MARKS : - 100

A. সঠিক উত্তর নির্বাচন কর (৩৫টি) ৩৫X ১=৩৫

১. আঞ্চলিক শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান শক্তি ছিল বাংলা, হায়দারাবাদ এবং -
ক) **অযোধ্যা** খ) লখনউ গ) মহীশুর ঘ) দিল্লি

২. আসফ ঝা উপাধি পেয়েছিলান -
ক) আলিবর্দি খান খ) সাদ্যাখান গ) **নিজাম-উল-মুলক** ঘ) মির জাফর

৩. আধিনতামুলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন -
ক) লর্ড ডালহৌসি খ) লর্ড ক্লাইভ গ) লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ) **লর্ড ওয়েলেসলি**

৪. ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় -
ক) ১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে খ) **১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে** গ) ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঘ) ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে

৫. বিম্বিসার ছিলেন -
ক) হিন্দু খ) **বৌদ্ধ** গ) জৈন ঘ) শৈব

৬. কর্নওয়ালিস কোর্ড চালু হয় -
ক) ১৮৯৩ খ্রষ্টাব্দে **খ) ১৭৯৩ খ্রষ্টাব্দে** গ) ১৯৭৩ খ্রষ্টাব্দে ঘ) ১৮০৪ খ্রষ্টাব্দে

৭. গভর্নর জেনারেল পদের মেয়াদ ছিল -
ক) ২ **খ) ৫** গ) ৭ ঘ) ১০ বছর

৮. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন -
ক) লর্ড কর্নওয়ালিস খ) লর্ড ডালহৌসি **গ) লর্ড ওয়েলেসলি** ঘ) উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

৯. এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় -
ক) ১৭৮৩ খ্রষ্টাব্দে **খ) ১৭৮৪ খ্রষ্টাব্দে** গ) ১৭৮৫ খ্রষ্টাব্দে ঘ) ১৭৮৬ খ্রষ্টাব্দে

১০. ভারতের ম্যাকিয়াভেলি বলা হয় -
ক) নানা ফড়নবিস খ) কৌটিল্য গ) রনজিৎ সিং ঘ) মহাদজী সিন্ধিয়া

১১. ইংরেজ কোম্পানী ফারুখশিয়ারের ফর্মান লাভ করে-
ক) ১৭৩৯ খ্রষ্টাব্দে **খ) ১৭৭১ খ্রষ্টাব্দে** গ) ১৭১৭ খ্রষ্টাব্দে ঘ) ১৮১৭ খ্রষ্টাব্দে

১২. পেশোয়া পদ বিলুপ্ত করা হয়েছিল
ক) আমৃতসর সন্ধি খ) **পুনা সন্ধি** গ) সলবাই এর সন্ধি ঘ) বেসিনের চুক্তি

১৩. ইন্ডয়ানলিগের প্রতিষ্ঠাতা -
ক) আনন্দমোহন বসু **খ) শিশির কুমার ঘোষ** গ) রাধাকান্তদেব ঘ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

১৪. স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার - উক্তিটি -
ক) লালা লাজপৎরায় **খ)বাল গঙ্গাধর তিলক** গ)মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ঘ) বিপিন চন্দ্র পাল

১৫. লক্ষীর ভান্ডার প্রতিষ্ঠা করান -
ক) বাসন্তী দেবী **খ) সরলা দেবী চৌধুরানী** গ) লীলাবতী মিত্র ঘ) কল্পনা দত্ত

১৬. আনন্দমঠ উপন্যাসের লেখক-
ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ)বিবেকানন্দ

১৭. বাংলায় চরমপন্থী আন্দোলনের প্রানপুরুষ -
ক) লালা লাজপৎরায় **খ) বিপিন চন্দ্র পাল** গ) বাল গঙ্গাধর তিলক ঘ) অরবিন্দ ঘোষ

১৮. কলকাতায় জাতীয় সম্মেলন আহূত হয়-
ক) ১৮৮৩ খ্রষ্টাব্দে খ) ১৭৮৩ খ্রষ্টাব্দে গ) ১৮৮৫ খ্রষ্টাব্দে ঘ) ১৮৮৬ খ্রষ্টাব্দে

১৯. 'বন্দেমাতরম ' পত্রিকার সম্পাদক -
ক) রবীন্দ্রনাথ কুমার ঘোষ **খ) অরবিন্দ ঘোষ** গ) বিপিন চন্দ্র পাল ঘ)হেমচন্দ্র কানুনগো

২০. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন -
ক) হেষ্টিংস **খ) কর্নওয়ালিস** গ) ডালহৌসি ঘ) ওয়েলেসলি

২১. সূর্যাস্ত আইন যুক্ত ছিল-
ক) রায়রওরি খ) মহড়ওয়াড়ি গ) দশসালা **ঘ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে**

২২. ঔপনিবেশক ভারতে প্রথম পাটের কারখানা চালু হয়াছিল -
ক) কলকাতায় খ)বোম্বাই গ) চেন্নাই **ঘ) রিষড়া**

২৩. ভারতে রেলপথ নির্মান শুরু হয় -
ক) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক **খ) লর্ড ডালহৌসি** গ) লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ) লর্ড ওয়েলেসলির আমলে।

২৪. আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠতা-
ক) রাজনারায়ন বসু **খ) রামমোহন রায়** গ) দয়ানন্দ সরস্বতী ঘ) ডেভিড হেয়ার

২৫. শিবাজি উৎসব চালু করেন -
ক) বপিন চন্দ্র পাল **খ) বাল গঙ্গাধর তিলক** গ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ) গোপালকৃষ্ণ গোখলে

২৬. হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সমপাদক ছিলেন-
ক) হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

২৭. 'হুল' শব্দের আর্থ -
ক) মহাজন খ) জমিদার **গ) বিদ্রোহ** ঘ) বহিরাগত

২৮. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন পাশ হয় -
ক) ১৯০১ খ্রষ্টাব্দে খ) ১৯০২ খ্রষ্টাব্দে গ) ১৯০৬ খ্রষ্টাব্দে **ঘ) ১৯০৯ খ্রষ্টাব্দে**

২৯. জাতীয় কংগ্রেসের আদিপর্বরে নেতৃবৃন্দকে বলা হত -
ক) নরমপন্থী খ) চরমপন্থী গ) মধ্যপন্থী ঘ) ব্রিটিশপন্থী

৩০. কোন আন্দোলনে নীলচাষীরা যুক্ত ছিলান -
ক) খেদা খ) আমেদাবাদ গ) লাহোর **ঘ) চম্পারন**

৩১. তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠিত হয় -
ক) বিপুল সামন্ত **খ) সতীশচন্দ্র সামন্ত** গ) দীনবন্ধু মিত্র ঘ) হরিচরন দাসের নেতৃত্বে।

৩২. কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম ভারতীয় মেয়র -
ক) সুভাষ চন্দ্র বসু **খ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস** গ) রাসবিহারী বসু ঘ) আবুল কালম আজাদ

৩৩. আলিগড় মহামেডন অ্যাংলোওরিয়েন্টাল কলেজের প্রতিষ্ঠতা-
ক) মহম্মদ আলি খ) শওকত আলি **গ) স্যার সৈয়দ আহমেদ খান** ঘ) বদরুদ্দিন তৈয়াবজি

৩৪. ফরাসির বদলে ইংরেজিকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়-
ক) ১৮৮৫ খ্রষ্টাব্দে **খ) ১৮৩৭ খ্রষ্টাব্দে** গ) ১৯৩২ খ্রষ্টাব্দে ঘ) ১৮৯৮ খ্রষ্টাব্দে

৩৫. ভারত রাষ্ট্রর প্রধান হলেন -
ক) মুখ্যমন্ত্রী খ) রাজ্যপাল **গ)প্রধানমন্ত্রী** ঘ) রাষ্ট্রপতি

৩৬. স্বাধীন ভারতের সংবিধানের মূল রোপকার-
ক) জওহরলাল নেহেরু **খ) বিআর আম্বেদকর** গ) রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘ) মহাত্মা গান্ধী

B শূন্যস্থন পূরন কর- (১০ টি) **১০X ১= ১০**

১) কংগ্রেসের প্রথম আধিবেশনের সভপতি ছিলান উমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ।
২) ঐতিহাসিক আনিল শীল উনবিংশ শতককে 'সভা সমিতির যুগ' বলেছেন।
৩) 'পাঞ্জাব কেশরী ' নামে পরিচিত ছিলেন রনজিৎ সিং ।
৪) **লর্ড ডালহৌসি** সমগ্র পাঞ্জাব কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভক্ত করেন।
৫) বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন তিতুমির ।
৬) হিন্দুমেলে প্রতিষ্ঠা করেন নবগোপাল মিত্র ।
৭) সুরাট আধিবেশন হয় ১৯১৯ খ্রষ্টাব্দে ।
৮)কলকাতার প্রথম রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতির নাম হল অনুশীলন সমিতি ।
৯) রাওলাট আইন পাশ হয় ১৯১৯ খ্রষ্টাব্দে ।
১০) সীমান্তগান্ধী নামে পরিচিত ছলেন আবদুল গাফর খাঁ ।
১১) কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন চৌধুরী রহমতআলি ।
১২) সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচার পতিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করান।

C . একটিমেত্র বাক্যে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দও :- **১৫X ১= ১৫**

১. টিপু সুলতানের রাজধানীর নাম শ্রীরঙ্গপত্তনম ।
২. হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম আধীনতা মূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন ।
৩. "Economic History of India " গ্রন্থের লেখক রমেশ চন্দ্র দত্ত।
৪. ১৯০৬ খ্রষ্টাব্দে ১১ ই মার্চ জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী ভান্ডার প্রতিষ্ঠা করেন ।
৬. ' পেশোয়া ' শব্দের অর্থ প্রধানমন্ত্রি ।
৭. ওয়ারেন হেষ্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ।

৮. সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন এলিজা ইম্পে।
৯. দাদাভাই নৌরজি সম্পদের নির্গমন তত্ব প্রথম প্রচার করেন ।
১০. 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যর রত্ন ' ভারতকে বলা হত ।
১১. স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন শুদ্ধি আন্দোলনের উদ্ভাবক ।
১২. বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহ হয় ।
১৩. বঙ্গলক্ষী কটনমিল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ।
১৪ হিন্দস্বরাজ গ্রন্থটি মহাত্মা গান্ধীর লেখা ।
১৫. ১৯৪০ খ্রী: মুসলিমলীগের লাহোর আধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ।
১৬. ভারতের সর্বচ্চ বিচারালয়ের নাম সুপ্রিম কোর্ট ।
১৭. ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা ।

D. ২/৩ টি বাক্যে উত্তর দাও

১. ১৭৮২ খ্রীঃ ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে সলবাই- এর চুক্তি সাক্ষরিত হয়।
চুক্তির দুটি শর্ত :- i) মাধবরাও নারায়ন পেশোয়া বলে স্বীকৃতি পেলেন।
ii) রঘুনাথরাওকে বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হল।

২. মহীশূর শার্দুল টিপু সুলতান ফরাসী বিপ্লবের আর্দশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি নিজে 'জ্যাকোবিন' দলের সদস্যপদ গ্রহন করেন। এমনকি কিছু ফরাসি স্বেচ্ছাসেবক তাকে যুদ্ধে সহায্য করার জন্য মহীশুরে আসেন। তাদের উৎসাহ ও সাহায্যে টিপু তার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনমে 'স্বাধীনতার স্মারকবৃক্ষ' Tree of Liberty রোপন করেন।

৩. **জাতীয় কংগ্রেসের দুটি উদ্দেশ্য :**
i) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দেশসেবায় যারা ব্রতী তাদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ও সৌহার্দ্য স্থাপন করা।
ii) দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক সংস্কার ও সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ বার করা।

৪. কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রথম 'বয়কট' প্রস্তাবের ডাক দেন।

৫. সত্যাগ্রহ বলতে বোঝায় সত্যের প্রতি অবিচল থেকে অহিংস পথে আন্দোলন পরিচালনা করা। গান্ধীজীর সত্যকে ঈশ্বরের সাথে তুলনা করেছেন। তার সত্যাগ্রহের মূল কথা সত্য ও ন্যায় বলে মনে করবে তা থেকে কখনো বিচ্যুত হবেনা। এই সত্য পালনের পথ হল শান্তিপূর্ন ও অহিংসা। গান্ধীজীর মতে সেই হল প্রকৃত সত্যাগ্রহী যে শত্রুকে আঘাত না করে তার প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেশ পোষন না করে আপন আত্মশক্তিতে শত্রুর মন জয় করতে পারে।

৬. উনবিংশ শতকে নবজাগরনের অন্যতম পথিকৃত নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী। সমকালীন সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করেছিল। তারা সতীদাহ, কৌলিন্য, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রথার বরোধিতা করেছিল। তারা মূর্তি পূজার বিরোধিতা করেছিল।

৭. ১৯৭৬-র ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা ভারতের সংবিধানে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় ভারত রাষ্ট্র কোন ধর্মের পৃষ্টপোষকতা করেনা। যে কোন ভারতীয় নাগরিক অন্যের ধর্মাচরনে বা ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না করে নিজ নিজ ধর্মপালন ও প্রচার করতে পারবে। এটি নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার আধিকার যা সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন।

৮. ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মেদিনীপুরের তমলুকের মাতঙ্গিনি হাজরার ভূমিকা আনস্বীকার্য। ১৯৪২ খ্রীঃ ২৯ শে সেপ্টেম্বর এই বীরঙ্গনা ৭২ বছর বয়সে তমলুকের সরকারি ভবনের দখলের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরন করেন। তার বুকে গুলি লাগা সত্তেও তিনি জাতীয় পতাকাকে মাটিতে পড়তে দেননি। স্বাধীনতার আন্দোলনে তার এই স্মরনীয় ভূমিকার জন্য তাকে গান্ধিবুড়ী বলে ডাকা হয়।

৯. ১৭৬৪ খ্রীঃ পর দেশের বিভিন্ন দেশীয় শাষকদের দরবারে রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়। এই রেসিডেন্ট বা প্রতিনিধিদের মূল কাজ ছিল কোম্পানীর বানিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষিত করা ও দেশীয় রাজশক্তি গুলিকে নজরে রাখা।

১০. আক্ষরিক অর্থে অবশিল্পায়ন বলতে শিল্পায়নের বিপরীত অবস্থাকে বোঝায় বা শিল্পের ধ্বংসাধনকে বোঝায়। পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী কালে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর - ১) একচেটিয়া বানিজ্য ২) বৈষম্য মুলক শুল্কনীতি ও শিল্পনীতি ৩) দাদন প্রথা ৪) অসমপ্রতিযোগিতার ফলে ভারতের ঐতিহ্যশীল শিল্প ব্যবস্থা বিশেষত কুঠির শিল্পের যে ধ্বংসাধন ঘটেছিল তা ইতিহাসে অবশিল্পায়ন নামে পরিচিত।

১১. অসহযোগ আন্দোলন গান্ধীজীর নেতৃত্বে শুরু হলেও তা সর্বত্র গান্ধীজীর নিয়ন্ত্রনে ছিল না। ১৯২২-র ৫ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পুলিসের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় চৌরিচৌরায় পুলিশ- জনতা খন্ডযুদ্ধ শুরু হয়। নিরস্ত্র ক্ষিপ্ত জনতা থানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে ২২ জন পুলিশ কর্মী জীবন্ত দগ্ধ অবস্থায় মারা যায়। এই ঘটনায় শোকার্ত গান্ধীজী ২৫ শে ফেব্রুয়ারি আসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন।

১২. গভর্নর জেনারেল রিপনের আইনসভার সদস্য সি. পি. ইলবার্ট প্রবর্তিত বিলটি ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। কোন ভারতীয় বিচারকের ইউরোপীয়দের বিচার করার আধিকার ছিলনা। এই বিলের লক্ষ্য ছিল বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে এই অসাম্য দূর করা। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়রা আন্দোলন শুরু করলে এই বিল প্রত্যাহার করা হয়। অপরদিকে এই বিল প্রত্যাহার করা হলে ভারতীয়রা পাল্টা আন্দোলন শুরু করেন। উভয় পক্ষের আন্দোলন ও পাল্টা আন্দোলন ইলবার্ট বিল বিতর্ক নামে পরিচিত।

E

১. **ভারতসভার আদর্শ ও উদ্দেশ্য -** i) দেশে এক শক্তিশালী জনমত গঠন করা। ii) সর্বভারতীয় রাজনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে ভারতবাসী কে ঐক্যবদ্ধ করা। iii) হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রিতী গড়ে তোলা।

ভারতসভা যে যে বিষয়ে আন্দোলন করেছিল - i) আই সি এস পরীক্ষার্থীর বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ করা হলে দাবি জানায় ইংল্যন্ড ও ভারতে একই সাথে পরীক্ষা গ্রহন ও পরীক্ষার্থীর উচ্চতম বয়স ২২ করা হোক।

ii) ১৮৭৬ এর অস্ত্র আইন এবং ১৮৭৮ এর দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রন আইনের বিরোধিতা।

iii) আমাদের চা বাগানের শ্রমিদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রচার।

২. **স্বাধীন চেতা নবাব মিরকাশিমের সাথে ইংরেজদের বিরোধিতার তিনটি কারন -**

i) **মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর :** স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার ও ইংরেজদের প্রভাব মুক্ত হওয়ার জন্য তার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে বিহারের মুঙ্গেরে সরিয়েনেন।

ii) **ইংরেজদের প্রতি মিত্রভাবাপন্নদের দমন :** নিজের নিরাপত্তার কারনে ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন কর্মচারী ও জমিদারদের তিনি কঠোর হাতে দমন করেন। এক্ষেত্রে বিহারের শাসক রামনারায়নের নাম উল্লেখযোগ্য।

iii) **মুঙ্গেরে অস্ত্র কারখানা নির্মান :** তার আর এক দুঃসাহসিক কাজ হল মুঙ্গেরে একটি অস্ত্র কারখানা নির্মান করে সেখানে বন্দুক, কামান ও অন্যান্য যুদ্ধের উপকরণ নির্মানের ব্যবস্থা।

দ্বৈত শাসনব্যবস্থা :- দেওয়ানিলাভের (১৭৬৫ খ্রীঃ) পর বাংলায় লর্ড ক্লাইভের উদ্যেগে যে অভিনব শাসনব্যবস্থা কায়েম হয় তা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থা অনুসারে নবাবের হাতে আসে রাজনৈতিক ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব। ফলত বাংলার নবাব হন ক্ষমতাহীন দায়ীত্বের অধিকারী আর কোম্পানীর হাতে আসে অর্থনৈতিক কতৃত্ব ও কর সংগ্রহের দায়িত্ব।

৩. ১৯৪৬ খ্রীঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারি বোম্বের এম. ভি. তলোয়ার নামক জাহাজে নৌবিদ্রোহের সুচনা হয়।

কারন : i) নৌসেনাদের নিম্ন মানের খাদ্য - বস্ত্র - বাসস্থান, ii) কর্তৃপক্ষের বর্ণবৈষম্যমূলক আচরন, iii) বেতন বৈসম্য, পদোন্নতির অভাব iv)অতিরিক্ত ভাতা ছাড়া দূরদেশে প্রেরন v) এই সময় ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে শ্রমিকদল ক্ষমতায় এলে তারা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির আশায় আসবান্বিত হয়।

গুরুত্ব: i) জওহর লাল নেহেরুর ভাষায় 'নৌবিদ্রোহ ভারতীয় সেনা বাহিনীর ইতাহাসে এক নতুন অধ্যায় অবতারন করেছিল' এবং ব্রিটিশ সরকার স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারে যে ভারতের স্বাধীনতা আর কালের ব্যবধান মাত্র। ii) বিদ্রোহের পরেই ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা ভারতে মন্ত্রীমিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। iii) আধুনিক ভারতের ইতেহাসে এই প্রথম কোন সেনা বিদ্রোহ ব্যাপক জনসমর্থন লাভকরে।

৪. জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্টাকালে ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড ডাফরিন ।

সেফটিভালভ তত্ব ঃ-ব্রিটিশ সরকারের সচিব অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম স্বরাস্ট্র দফতরের বেশ কিছু নথিপত্র দেখে মনে করেন যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসী যে কোনো সময়ে বিদ্রোহ ঘোষনা করতে পারে। তাই তিনি 'সেফটিভালভ' বা ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রতিরোধক হিসেবে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্টা করতে চেয়েছিলেন।

খোলা চিঠি ঃ-হিউম ১৮৮৩ খ্রীঃ ১ লা মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে লেখা এক খোলা চিটিতে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য তাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানান।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন প্রতিষ্টা ঃ-হিউম একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্টান গঠনের জন্য 'ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল ইউনিয়ন' বা 'ভারতীয় জাতীয় সমিতি' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন ।

হিউম -ডাফরিন ষড়যন্ত্র ঃ-হিউম বড়োলাট ডাফরিনের সাথে সাক্ষাৎ করে এক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্টান গঠনের প্রস্তাব দেন। ঐতিহাসিক রজনীপাম দত্তের মতে হিউম ও ডাফরিনের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি কংগ্রেস ।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্টার কৃতিত্ব দেওয়া হয় অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমকে। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী কোনো মতেই হিউমকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্টাতা রূপে মেনে নিতে রাজী নন। কারন হিউম উদ্দ্যোগ নেওয়ার অনেক আগে থেকেই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্টার পটভূমি তৈরী হয়েছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন রাজস্ব, কৃষি ও বানিজ্য বিভাগের সচিব তাই তার পক্ষে সব রাষ্ট্র বিভাগের গোপন নথিপত্র দেখে ব্রিটিশ শাষন রক্ষার জন্য সেফটিভালভ তত্ব অবতারনা করা সম্ভব নয়।

5. উনিশ শতকের সামাজিক সংস্কারগুলি গোড়া থেকেই সংকীর্ন সীমানায় আটকে পড়েছিল। ঔপনিবেশিক শাষনের ফলে আর্থিক ও শিক্ষাগত সুযোগ উচ্চবর্গীয়রাই লাভ করেছিলেন। এরাই ব্রাহ্ম আন্দোলনের মতো সংস্কার আন্দোলনগুলির পৃষ্টপোষনা করতে কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়লেও সমাজের সাধারন মানুষের সাথে ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না।জাতিভেদ প্রথার বিরোধীতা এরা বিশেষ করেননি।
উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের সাথে যুক্ত অনেকেই মনে করতেন যে ধর্মশাস্ত্রে যে সকল আচরনের কথা বলা আছে সেগুলি পালনীয় কিন্তু কিছু মানুষ ধর্মশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে নিজেদের স্বার্থে। দেশের অধিকাংশ মানুষ শাস্ত্রপাঠ না করায় তারা ভিন্ন কুপ্রথার শিকার হত । তাই সমাজ সংস্কারেরা শাস্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যা করার উদ্দ্যোগ নেন। রামমোহন রায় ভিন্ন শাস্ত্র থেকে সতীদাহ প্রথার বিরোধীতা করেছিলেন এবং বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলেছেন।

৬. ১৭৯৩ খ্রীঃ লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব:

i) জমিদারদের সমৃদ্ধি : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে জমিদারদের সমৃদ্ধি বাড়ে। কৃষকরা জমিদারদের অনুগ্রহ নির্ভর হয়ে পরে।

ii)কৃষকদের অবস্থার অবনতি: এই ব্যবস্থায় কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটেনি। উচ্চ হারে রাজস্ব আদায়ের ফলে কৃষকদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপে। এছারা অন্যান্য বে-আইনি কর নেওয়া হলে কৃষকদের অবস্থা আরো খারাপ হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকদের ভাগচাষিতে পরিনত করে। ফলে নানা দিক থেকে চাপে পড়ে কৃষকদের আবস্থার আবনতি ঘটতে থাকে।

iii)জমিদারদের জমি নিলাম: জমির উপর আধিকার জমিদারদের থাকলেও বাস্তবে সমস্ত জমির চুড়ান্ত মালিকানা ছিল কোম্পানীর হাতে। নির্দিষ্ট দিনে সূর্য ডোবার আগে প্রাপ্ত রাজস্ব কোম্পানীকে জমা না দিতে পারলে জমিদারদের জমি নিলামে উঠত। আনেক সময় জমিদারদের সম্পত্তি বিক্রি করে কোম্পানী তার প্রাপ্য রাজস্ব বুঝে নিত।

iv)কোম্পানীর কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজেও অর্থনীতিতে কোম্পানীর কর্তৃত্ব দৃঢ় হয়েছিল।

৭. **অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি :**

ব্রিটিশ গভর্নর- জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন। এই নীতির শর্তগুলি ১) চুক্তিস্বাক্ষরকারী রাজ্যে নিজ ব্যায়ে কোম্পানী সেনা রাখবে, ii) রাজ্যের রাজধানীতে একদল ইংরেজ সৈন্য ও একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট থাকবে। iii) কোম্পানির অনুমতি ব্যাতিত অপর কোন রাজ্যের সাথে ঐ রাজ্য যুদ্ধ বা শান্তি স্থাপন করতে পারবে না। iv) ঐ রাজ্যে ইংরেজ ছারা অন্য কোন ইউরপীয় শক্তি অবস্থান করতে পারবে না। v) ঐ নীতি গ্রহনকারী রাজ্যকে কোম্পানী অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক আক্রমন থেকে রক্ষা করবে।
১৭৯৮ খ্রীঃ হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রথম এই নীতি গ্রহন করেন।পরবর্তীকালে অযোধ্যা, মারাঠা সহ অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।